Unit - 1 : Research - meaning and Nature.

b. Sources of Knowledge - Authority, Tradition, Personal experience, Deduction, Induction.

→ জ্ঞানের ইচ্ছা এবং ~~উৎসুক্যতা থেকেই~~ ক্রমবর্ধমান জিজ্ঞাসা থেকেই ধীরে ধীরে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে মানুষ দু'ধরনের বাস্তবতার মধ্যে বসবাস করে — (i) Agreement Reality এবং (ii) Experimental Reality. প্রথম প্রকার বাস্তবতার অস্তিত্ব থাকে এবং ব্যক্তির সহমত পোষণ বা স্বীকৃত হয়। দ্বিতীয় ধরনের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত হয়। এই দুই ধরনের বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বা অর্জনের দুটি উপায় হল — সহমত পোষণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কার। সহমত পোষণ জ্ঞানের উৎসগুলি হল — Tradition, Authority, media, General concept or common sense. দ্বিতীয় ধরনের জ্ঞানের উৎসগুলি হল — personal experience and Science ইত্যাদি। শিক্ষামূলক সাধনায় এইসমস্ত জ্ঞানের উৎসগুলি থেকে জ্ঞান সংগৃহীত হয়ে থাকে, যা নিম্নে আলোচিত হল —

(a) Authority — কর্তৃত্বমূলক জ্ঞান বলতে বোঝায় নির্ভরযোগ্য আধিকারিক দায়িত্বপূর্ণ অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সংবাদ বা প্রতিবেদনকে বোঝায়। এই জ্ঞান শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ, প্রকাশিত গ্রন্থ প্রভৃতি সূত্র থেকে পাওয়া যায়। এই ধরনের জ্ঞানের সুবিধা হল দ্রুত, সহজে এবং কম খরচে এই জ্ঞান লাভ করা যায়। আর অসুবিধা হল অনেকসময় বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানের উপর আধিপত্য সুযোগ আরোপ করা হয়ে থাকে। ~~[illegible]~~

(b) Tradition — মানুষ জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রায়শই Tradition অর্থাৎ ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে। ঐতিহ্য অনুসরণ বলতে পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান, ধারণা বা বিশ্বাসকে অন্য হিসেবে গ্রহণ করা বোঝায়। ব্যক্তির পিতা-মাতা, পিতামহ-পিতামহী প্রভৃতি সূত্রে এই জ্ঞান অর্জিত হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় — গৃহে আহারের পালিত শিশু অন্যত্র পালিত শিশুর ~~[illegible]~~ তুলনায় বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়। পূর্বে এটি অন্য ছিল তাই বর্তমানেও

সত্য। অনেকসময় এরকম পরম্পরাগত ধারণা কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। তবে জ্ঞান ক্রমপ্রসারিত হওয়ায় অনেকসময় মানুষ পূর্বে আবিষ্কৃত জ্ঞানের উপর নির্ভর না করে নতুন জ্ঞান আবিষ্কারে রত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান পুনরাবৃত্তি রোধ করে নতুন জ্ঞানান্বেষণে সহায়ক হয়ে থাকে।

(iii) Induction- কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্য পরীক্ষা করে সেগুলিকে সত্য হিসেবে ধরে নিয়ে যখন একটি সার্বিক সত্য উপনীত হওয়া যায় বা সূত্র গঠন করা যায় তখন সেই পদ্ধতিকে বলে আরোহ পদ্ধতি। ইহা ক্ষুদ্র উপাদান, যুক্তি বা তথ্যসমূহের সমন্বিত সার্বিক সূত্র, জ্ঞান বা সত্য আবিষ্কারের কৌশল। যেমন- রাম মরণশীল, শ্যাম মরণশীল, যদু মরণশীল সুতরাং মানুষ মাত্রই মরণশীল।

(iv) Deduction- কোনো প্রতিষ্ঠিত সার্বিক সূত্র বা সত্য প্রয়োগ করে যে সত্য পাওয়া যায় তা নির্ধারণ করার পদ্ধতিকে বলে অবরোহ পদ্ধতি। এতে সার্বিক সত্যকে ভেঙে ছোট ছোট অংশে উপনীত হওয়া যায়। যেমন- মানুষ মরণশীল এটি সার্বিক সত্য, আর এরসাথে আমরা বলতে পারি যে রাম, শ্যাম এবং যদু মরণশীল।

(v) Personal experience- ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জ্ঞানলাভের একটি বলিষ্ঠ উৎস। তবে অনেকসময় পদ্ধতিগত গবেষণালব্ধ জ্ঞানের তুলনায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই অনেকবেশি বিশ্বাস করে থাকে। কিন্তু দর্শনজাত প্রত্যক্ষ জ্ঞান অনেকসময় ভ্রান্তও হতে পারে। যেমন- মরুভূমিতে মরীচিকা দর্শন।